দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দারুল ইহসান ও পিসের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কী

অভিভাবকদের প্রশ্ন, ভর্তিতে অনাগ্রহী অন্য প্রতিষ্ঠান

■ নিজামুল হক

সরকারি নির্দেশে সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যাওয়া দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ও 'পিস' নামযুক্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের শিক্ষাজীবন নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা। অভিভাবকরা প্রশ্ন তুলেছেন, বন্ধ হয়ে যাওয়া এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পরিণতি কি হবে? তারা জানিয়েছেন, এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে অনাগ্রহ দেখাচ্ছে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো।

অভিভাবকদের বক্তব্য, এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবার দায় তাদের নয়। এরা প্রকাশ্যেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। শুরুতেই এদের কার্যক্রম কেন মন্ত্রণালয় বন্ধ করেনি। এখন শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে মন্ত্রণালয়কেই।

গত ২৬ জুলাই দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২ আগষ্ট পিস স্কুল এবং ১১ আগষ্ট পিস কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এসব

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দারুল ইহসান

২০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ৩৫ হাজারেরও বেশি।

চারটি গ্রুপে বিভক্ত বহুল আলোচিত বেসরকারি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছে মন্ত্রণালয়। বন্ধ হওয়ার আগেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মতে বৈধ ছিল ধানমন্ডিতে অবস্থিত ক্যাম্পাসটি। এ কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বৈধ জেনে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছিল। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ৩ হাজারেরও বেশি। আদালতের রায়ের আলোকে এ প্রতিষ্ঠানটিও বন্ধের নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ কারণে বিপাকে পড়েছে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন, এখন তাদের যে ক্ষতি হবে তার দায় কে নেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, আইন লঙ্ঘনের জন্য দারুল ইহসান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য যার যে ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতির সমস্ত দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। যে ছাত্রের লেখাপড়া মাঝপথে থেমে গেছে তার জন্য সে কমপক্ষে ৫ লাখ টাকা দাবি করতে পারবে। সেটা পেলে সে অন্য জায়গায় পড়তে পারবে। এ ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করব, যাতে সে অন্যখানে পড়তে পারে।

এ বিষয়ে আমিরুল নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর এ নির্দেশনা মানছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মালিকদেরও পাওয়া যাচ্ছে না, টাকা দাবি করবো কার কাছে? সব ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও আমাদের ভর্তিতে আগ্রহী নয়। এই শিক্ষার্থী আরো বলেন, আমরা এখন ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় আছি। যারা চার বছরের মধ্যে তিন বছর এখানে পড়েছি, তাদের শঙ্কা বেশি।

অন্যদিকে পিস স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিপাকে রয়েছে ৩০ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী। তথ্য মতে, দেশব্যাপী পিস স্কুল নামে শতাধিক কিন্ডার গার্টেনসহ স্কুল চলছিল। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে 'পিস' নামযুক্ত সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। সাইনবোর্ড খুলে স্কুলে তালা লাগিয়ে আত্মগোপন করেছেন মালিকরা।

এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার কারণ হিসাবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, প্রথমত এসব স্কুলের অনুমোদন নেই। এছাড়া স্বাধীনতা বিরোধী বা জঙ্গিদের অনুসারীরা এসব স্কুল চালাচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এমন তথ্য-প্রমাণ আমাদের দিয়েছে। ফলে শিশুরা বিপথগামী হয়ে গড়ে উঠবে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে।

পিস স্কুলে পড়ুয়া এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক বলেন, শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য এসব স্কুল পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। সেই বিজ্ঞাপন দেখে আমরা সন্তানদের ভর্তি করেছি। কিন্তু এখন দেখছি প্রতিষ্ঠানের মালিকরা স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না। বছরের এ সময়ে এসে সন্তানদের কোথায় ভর্তি করবো। সবাই স্কুলে যাচ্ছে, আর আমার সন্তান ঘরে বসে আছে।

আমিরুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক বলেন, স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অন্য একটি স্কুলে ভর্তির জন্য গিয়েছি। কিন্তু তারা জানিয়েছে, এ সময়ে ভর্তি করা যাবে না, আসন খালি নেই।

এসব শিক্ষার্থীদের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, পিস স্কুলের শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমিনা বেগম নামে এক অভিভাবক বলেন, আমরা স্কুলে গিয়ে দেখি গেটে তালা। মালিকরা ফোনও রিসিভ করছেন না। তারা কীভাবে দায়িত্ব নেবেন। মন্ত্রণালয়কেই আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে। এই অভিভাবক বলেন, পার্শ্ববর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে আমাদের সন্তানদের ভর্তি করে মন্ত্রণালয় থেকে সেই নির্দেশ দিতে হবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, অনেক অভিভাবকই না জেনে সন্তানদের পিস স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। পিস স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন ওই শিক্ষার্থীদের পার্শ্ববর্তী কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো যায় কি-না সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে। এ ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর আসন বাড়ানোর প্রয়োজন হলে তা-ও করা যেতে পারে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই স্কুল-কলেজগুলো বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে, তারাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবে।

গত ১১ জুলাই ভারতের বিতর্কিত ইসলামী বক্তা জাকির নায়েকের পিস টিভির সম্প্রচার বাংলাদেশে বন্ধের পর 'পিস স্কুল'গুলোর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অনুসন্ধানে নেমেছিল সরকার। এরই অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।